IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882
INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)
An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

ষষ্ঠী : এক প্রাগার্য লৌকিক দেবী

লেখক পরিচিতি : ড. মিঠুন মণ্ডল, প্রাক্তন গবেষক, বাংলা বিভাগ, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন, পশ্চিমবঙ্গ।

সারসংক্ষেপ : বাংলাতে নবজাত শিশুর জন্মের ষষ্ঠ দিনে ষষ্ঠী পূজার রীতি বহুলভাবে প্রচলিত। তিনি মূলত সন্তানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, তিনি সন্তানহীন মহিলা বা দম্পতিদের সন্তান প্রদান করেন। সন্তানের গর্ভকালীন অবস্থা থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়া, বেড়ে ওঠা পর্যন্ত সুস্থ-সবল থাকা এবং দীর্ঘায়ু হওয়ার কামনা দেবীর নিকটে করা হয়। স্বয়ং মহাপ্রভু চৈতন্যের জন্মের ষষ্ঠ দিনেও ষষ্ঠী পূজা অনুষ্ঠিত হয়েছিল, চৈতন্যভাগবত থেকে জানা যায়। ষষ্ঠী দেবী মূলত প্রাগার্য লৌকিক দেবী, কোনো প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্রে দেবী ষষ্ঠীর উল্লেখ পাওয়া যায় না। পরবর্তী সময়ে তাঁর আভিজাত্য প্রতিষ্ঠার জন্য ব্রাহ্মণ্য গ্রন্থে স্থান দেওয়া হয়েছে, তাঁকে মনসা বা মঙ্গলচণ্ডীর মতোই আভিজাত্য প্রতিষ্ঠার জন্য অর্বাচীন পুরাণে প্রকৃতির অংশজাত বলা হয়েছে। দেবী ষষ্ঠীকে কেন্দ্র করে মঙ্গলকাব্য রচিত হয়েছে, যেমন ষষ্ঠীমঙ্গলের উল্লেখযোগ্য কবি কৃষ্ণরাম দাস, রুদ্ররাম চক্রবর্তী প্রমুখ।

সূচক শব্দ : ষষ্ঠী, ষট্‌কৃত্তিকা, রাজা প্রিয়ব্রত, অরণ্যষষ্ঠী, ষষ্ঠীমঙ্গল, কৃষ্ণরাম দাস, রুদ্ররাম চক্রবর্তী, শংকর

শিশুর জন্মাবার পর ষষ্ঠ দিনে দেবী ষষ্ঠী নবজাত শিশুদের আশীর্বাদ করতে আসেন। বাংলাতে নবজাত শিশুর জন্মের ষষ্ঠ দিনে ষষ্ঠীদেবীর পূজার রীতি বহুদিনের, বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবতে জানা যায়, চৈতন্যের জন্মের ষষ্ঠ দিনে ষষ্ঠীপূজা অনুষ্ঠিত হয়েছিল।[১] প্রখ্যাত গবেষক মনে করেন, দেবী ষষ্ঠীর কল্পনা ষট্‌কৃত্তিকা থেকে—যখন শিবের বীর্যপাত ঘটে গঙ্গাতে, গঙ্গা তার অসহনীয় তাপ সহ্য করতে না পেরে সেটি নিক্ষেপ করেন নদীতটের একটি শরবনে। সেখানে এক অনুপম সুন্দর শিশুর জন্ম হয়। তাঁকে লালন-পালন করতে আসেন ষট্‌কৃত্তিকা। ষট্‌কৃত্তিকা স্তন্য দান করবেন বলে কার্তিকের ছ'টি মুখ উদ্গত হয়, তাই তিনি ষন্মুখ। এই হিসেবে কার্তিক শিবের ঔরসজাত হলেও পার্বতীর গর্ভজাত পুত্র নন। কার্তিক ষট্‌কৃত্তিকার স্তন্যসন্তান, এই ষট্‌কৃত্তিকা

থেকেই ষষ্ঠীদেবীর কল্পনা। কিন্তু কৃত্তিকারা সংখ্যায় ছয়জন হলেও দেবী ষষ্ঠী একক। পুরাণে দেবী ষষ্ঠীর এক নাম দেবসেনা, দক্ষিণ ভারতে কার্তিকের দুজন স্ত্রী, তাঁদের মধ্যে একজনের নাম দেবসেনা।[২]

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ (প্রকৃতি খণ্ড, ৪৩ অধ্যায়) এবং দেবীভাগবত পুরাণে (নবম স্কন্ধ, ৪৬ অধ্যায়) দেবী ষষ্ঠীর উপাখ্যান রয়েছে। পুরাণ বৃত্তান্ত অনুযায়ী ষষ্ঠী, মঙ্গলচণ্ডী এবং মনসা দেবী প্রকৃতির অংশ। দেবী ষষ্ঠী প্রকৃতির ষষ্ঠ অংশজাত তাই তিনি ষষ্ঠী নামে খ্যাত। তিনি সন্তান প্রদানকারিণী, সন্তানদের আয়ু প্রদায়িনী, ধাত্রী, রক্ষাকর্ত্রী। দেবীর পূজা কীভাবে প্রবর্তিত হল সে সম্পর্কে জানা যায় যে, স্বয়ম্ভু মনুর পুত্র রাজা প্রিয়ব্রতর মনে বৈরাগ্য আসাতে তিনি বিবাহ না করে তপস্যায় মনোনিবেশ করেন। পরে ব্রহ্মার আজ্ঞায় প্রিয়ব্রত বিবাহ করেন কিন্তু কিছুতেই পুত্রলাভ হল না। তখন কশ্যপ রাজাকে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়ে যজ্ঞচরু তাঁর মালিনী নামক পত্নীকে ভোজন করতে বলেন। চরু ভোজন করে রাজপত্নীর গর্ভসঞ্চার হল ঠিকই কিন্তু সেই গর্ভধারণ চলল বারো বছর ধরে। অতঃপর রাজমহিষী মালিনী এক অতি সুন্দর মৃত পুত্রসন্তানের জন্ম দিলেন। এই ঘটনায় অন্তঃপুরের মেয়েরা এবং পরিচিত অপর মহিলারা ক্রন্দন শুরু করলেন, রানী মালিনী জ্ঞান হারালেন। দুঃখে কাতর রাজা প্রিয়ব্রত মৃত সন্তানকে নিয়ে শ্মশানে গেলেন এবং সন্তানকে বুকে চেপে ধরে রোদন করলেন। তিনি মৃত পুত্রকে ত্যাগ না করে স্বয়ং প্রাণত্যাগ করতে উদ্যত হলেন। কিন্তু তৎক্ষণাৎ এক পরমা সুন্দরী রমণী সেখানে রথে করে আবির্ভূত হলেন। রাজা এই স্থিরযৌবনা, অত্যন্ত মনোহরা নারীর নিকট জানতে চাইলেন তিনি কার কন্যা, কার স্ত্রী। নারীটি উত্তরে জানালেন তিনি ব্রহ্মার মানসী কন্যা, তাঁর নাম দেবসেনা, ব্রহ্মা তাঁকে দেবসেনাপতি স্কন্দের নিকট সম্প্রদান করেছেন। তিনি স্কন্দের স্ত্রী এবং প্রকৃতির ষষ্ঠ অংশ তাই ষষ্ঠী নামে পরিচিত।

দেবী নিজের পরিচয় প্রদান করে রাজা প্রিয়ব্রতর শিশুটিকে কোলে নিয়ে মহাজ্ঞানে অবলীলায় জীবিত করে তুললেন। অতঃপর সেই অপূর্ব কান্তিময় শিশুর হাসিমুখ রাজার নয়নগোচর হল, দেবী শিশুটিকে নিয়ে আকাশপথে গমন করতে শুরু করলে রাজা কাতর হয়ে ষষ্ঠীদেবীর স্তব করতে লাগলেন। রাজার স্তবে দেবী প্রসন্ন হয়ে তাঁকে জানালেন, যেহেতু ত্রিলোকে রাজা প্রিয়ব্রতর আধিপত্য বিস্তারিত হয়েছে, তাই তিনি দেবীর পূজাবিধি প্রকাশ করে স্বয়ং ভক্তিময় হয়ে দেবী ষষ্ঠীর আরাধনা শুরু করুন। এইসকল কথা রাজাকে বলে দেবী তাঁকে পুত্র ফিরিয়ে দিলেন। রাজা প্রিয়ব্রত গৃহে ফিরে সকলকে পুত্রের জীবন ফিরে পাওয়ার বৃত্তান্ত বর্ণনা করলেন এবং বিধান অনুসারে ষষ্ঠীদেবীর পূজা করলেন এবং জনসাধারণকেও সে বিষয়ে বিলক্ষণ প্রবর্তিত করলেন।

ব্রহ্মবৈবর্ত এবং দেবীভাগবত পুরাণে ষষ্ঠীদেবীর উপাখ্যানে পাওয়া গেল, ষষ্ঠী মনসা ও মঙ্গলচণ্ডীর মতো প্রকৃতির অংশজাত—উক্ত দুটি পুরাণই অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন পুরাণ, কোনো প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্রে দেবী ষষ্ঠীর উল্লেখ পাওয়া যায় না। দেবী ষষ্ঠীকে মনসা বা মঙ্গলচণ্ডীর মতোই আভিজাত্য প্রতিষ্ঠার জন্য অর্বাচীন পুরাণে প্রকৃতির অংশজাত বলা হয়েছে। বিদগ্ধ সমালোচক বলেছেন—"The name of the goddess Sashti cannot be found in any ancient Sanskrit Purana or any other Sanskrit religious literature. Some of the latter Puranas, however, such as the Devi-Bhagavata and Brahmavaivarta Purana, give some account of her. According to the former Sasthi is an epithet of Durga in the form of Katyayani, one of the sixteen divine mothers. In order to set up the aristocracy of the goddess Sashti in this way, some of the later Puranas have sought to picture her as identical with Durga."[৩]। মনসা, মঙ্গলচণ্ডীর মতোই দেবী ষষ্ঠীও লৌকিক দেবী। প্রাচীনকাল থেকেই শিশুমৃত্যু বা নবজাতকের রোগ-ব্যাধিতে পীড়িত হওয়ার ঘটনা, মানুষকে গভীরভাবে ভাবিয়েছিল, সেই জায়গা থেকেই সন্তানপ্রাপ্তি, সন্তানের গর্ভকালীন অবস্থা থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়া, বেড়ে ওঠা পর্যন্ত সুস্থ-সবল থাকা, দীর্ঘায়ু প্রভৃতির কামনা থেকেই তারা বিভিন্ন দেবদেবীর কল্পনা করে। দেবী ষষ্ঠীর উদ্ভব হয়তো এভাবেই ঘটেছে। পরবর্তীকালে তাঁকে ব্রাহ্মণ্য ধর্মে সুপ্রতিষ্ঠার জন্য অর্বাচীন পুরাণে প্রকৃতির অংশ বলে কীর্তিত করা হয়েছে।

বাংলাতে দেবী হারীতী শিশুর সঙ্গে সম্পর্কিত। তবে হারীতীর সঙ্গে দেবী ষষ্ঠীর পার্থক্য রয়েছে, হারীতীর পূজার মাধ্যমে নবজাতক শিশুর মৃত্যুর আশঙ্কা দূর করা হয় অর্থাৎ হারীতী শিশুমৃত্যুর কারণ, তিনি শিশুর অপহরণকারীণী। অপরদিকে দেবী ষষ্ঠী কল্যাণময়ী তিনি সন্তানের কল্যাণ বিধান করেন। হারীতী বৌদ্ধ তান্ত্রিক সমাজের, ষষ্ঠী পৌরাণিক হিন্দু সমাজের, দুজনের মধ্যে মূল প্রকৃতিগত পার্থক্য বিদ্যমান, দুজনের উদ্ভব হয়তো ভিন্ন উৎস থেকে।

বাংলাতে বিভিন্ন পল্লীতে ষষ্ঠীতলা বিদ্যমান, সেখানে বছরে একাধিকবার সন্তানের মঙ্গলকামনায় ষষ্ঠীদেবীর পূজা করা হয়। কিংবা ষষ্ঠীতলা ছাড়াও গৃহে ষষ্ঠীদেবীর পূজা করা হয়। উল্লেখ্য গৃহে বা বাহিরে যেখানেই দেবীর পূজা হোক, তাঁর কিন্তু কোনো মূর্তি নেই। বছরের বিভিন্ন ষষ্ঠী তিথিতে দেবীর পূজা করা হয়, বিভিন্ন নামে তাঁর পূজা পরিচিত।

স্কন্দ পুরাণে দেবীর বারো মাসে বারো নামে পূজার উল্লেখ পাওয়া যায়—চান্দনী ষষ্ঠী, অরণ্য ষষ্ঠী, কার্দসী ষষ্ঠী, লুণ্ঠন ষষ্ঠী, চপেটা ষষ্ঠী, দুর্গা ষষ্ঠী, নাড়ী ষষ্ঠী, মূলক ষষ্ঠী, অনু ষষ্ঠী, শীতল ষষ্ঠী, গোরূপিনী ষষ্ঠী, অশোক ষষ্ঠী। বাংলাতে প্রচলিত বিভিন্ন ষষ্ঠীরা হলেন—ধুলা ষষ্ঠী, কোরা ষষ্ঠী, অরণ্য ষষ্ঠী, লোটন ষষ্ঠী, মূলা ষষ্ঠী, গোট ষষ্ঠী, পাটাই ষষ্ঠী, শীতল ষষ্ঠী, অশোক ষষ্ঠী, নীল ষষ্ঠী।[৪] সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ঐতিহাসিক পটভূমিকা থেকে, বিভিন্ন দেবীর উদ্ভব হয়ে কালক্রমে যেমন এক চণ্ডী নামের মধ্যে অভিন্নতা লাভ করেছে। অনুরূপভাবে বিভিন্নকালে সমাজের বিভিন্নরকম

অবস্থায়, বিবিধ পটভূমিকায়, বিভিন্নরূপে শিশুর রক্ষাকর্ত্রী বিভিন্ন দেবী কালক্রমে সকলেই এক ষষ্ঠী নামের মধ্যে অভিন্নতা লাভ করেছে।[৫]

বাংলাতে ষষ্ঠীদেবীর পূজা প্রবর্তনকে কেন্দ্র করে লৌকিক কাহিনি রয়েছে, একাধিক বাঙালি কবি ষষ্ঠীমঙ্গল কাব্য লিখেছেন। ষষ্ঠীদেবীর পূজা প্রবর্তনের বিষয়ে অরণ্য ষষ্ঠীর কাহিনি এখানে বিবৃত করা হল : সপ্তগ্রামের রাজা শত্রুজিৎ। দেবী ভাবলেন সমাজের উচ্চস্তরে যদি তাঁর পূজার প্রচলন ঘটাতে হয়, তবে সর্বপ্রথম শত্রুজিৎ-এর দ্বারা পূজিত হওয়া জরুরি। একথা ভেবে তিনি ব্রাহ্মণ বৃদ্ধা মহিলার রূপ ধারণ করে রানীর নিকটে গেলেন এবং তাঁকে জানালেন, তিনি বর্ধমান থেকে এসেছেন গঙ্গাস্নানের জন্য, যেহেতু দিনটি অরণ্য ষষ্ঠীর পূজার দিন তাই তিনি রানীকে সঙ্গে করে পূজা সম্পন্ন করতে চান। রানী কৌতূহলী হয়ে জানতে চাইলেন ষষ্ঠীর পূজা করলে কী হয়। এই কথার পরিপ্রেক্ষিতে বৃদ্ধা দেবী ষষ্ঠীর মাহাত্ম্যকীর্তনের কথা রাজমহিষীকে শোনালেন—একদা সায়বেনে নামে এক বণিক ছিল। ষষ্ঠীর কৃপায় বণিকের সাত পুত্র হয়। বণিকের স্ত্রী তার সাত পুত্রসহ সর্বদাই ভক্তিভরে দেবী ষষ্ঠীর আরাধনা করত। একদিন ছোটো পুত্রবধূসহ দেবীর পূজার আয়োজন সমাপ্ত করে বণিকপত্নী কোনো কাজে বাইরে গেলেন। ছোটোবউ গর্ভবতী ছিল এবং পূজার সামগ্রী দেখে তার খুব খাবার লোভ হল। অবশেষে লোভ সংবরণ করতে না পেরে খেয়ে ফেলল। শাশুড়ি যখন এসে দেখে পূজার দ্রব্যে অসম্পূর্ণতা, ছোটোবধূ জানালো একটি কালো বিড়াল এসে এসব খেয়ে গিয়েছে। ষষ্ঠীর বাহন হল কালো বিড়াল। ছোটোবউ নিজে পূজার দ্রব্য খেয়ে বিড়ালের উপর দোষ চাপানোর জন্য বিড়াল খুব ক্রোধিত হল। তাই কালো বিড়ালটি প্রতিশোধ নিতে মনস্থির করল। যথাসময়ে ছোটোবউ সূতিকাগৃহে পুত্রসন্তান প্রসব করলে, কালো বিড়ালটি সদ্যোজাত শিশুটিকে চুরি করল। এরপর ছোটোবউয়ের ক্রমে আরও ছয়টি পুত্রসন্তান জন্মাল, কিন্তু কালো বিড়ালটি ছয়টি পুত্রকেই সূতিকাগৃহ থেকে হরণ করে নিয়ে পালাল। পরবর্তীতে ছোটোবউ পুনরায় গর্ভবতী হল, এবারে সে প্রসবের সময় অরণ্য-মধ্যে উপস্থিত হল। সেখানে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করে সারারাত শিশুটিকে কোলে করে পাহারা দিল। কিন্তু ক্ষণিকের তন্দ্রাচ্ছন্ন মুহূর্তের সুযোগে কালো বিড়ালটি আবার শিশুটিকে মুখে করে নিয়ে পালাল। ছোটোবউ সহসা জেগে উঠে ছুটতে ছুটতে বিড়ালটিকে অনুসরণ করল কিন্তু কিছুদূর যেতে না যেতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে চৈতন্য হারাল। বিড়ালটি শিশুটিকে মুখে করে ষষ্ঠীদেবীর নিকটে চলে গেল। এই ঘটনায় দেবী ষষ্ঠী কালো বিড়ালটিকে তিরস্কার করলেন, ছোটোবউয়ের উপর অতিনিষ্ঠুর আচরণের জন্য। জ্ঞান ফেরার পর দেবী ছোটোবউকে জানালেন যে সে মোটেই দেবীর প্রতি ভক্তিমতী নয় এবং পূজার দ্রব্য ভক্ষণ করে সে খুবই গর্হিত কাজ করেছে। তবে করুণাময়ী দেবী অনুযোগ জানালেও শেষপর্যন্ত ছোটোবউয়ের অপরাধ মার্জনা করে দিলেন। আর হারানো সাতপুত্রকেও ফিরিয়ে দিলেন, ছোটোবউ ঘরে ফিরে দেবী ষষ্ঠীর পূজা শুরু করল। রাজমহিষী বৃদ্ধার

নিকট থেকে এই কাহিনি শ্রবণ করে দেবী ষষ্ঠীর প্রতি ভক্তিমতী হলেন। রাজপরিবারে দেবী ষষ্ঠীর মহাসমারোহে পূজা সম্পন্ন হল, সমাজে দেবীর পূজাবিধির প্রকাশ হল।

কবি কৃষ্ণরাম দাস ষষ্ঠীমঙ্গল কাব্য রচনা করেছেন, তাঁর কাব্য ১৬৬৯ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ রচিত হয়। দেবী অরণ্য ষষ্ঠীর মাহাত্ম্য অবলম্বন করে তিনি কাব্য রচনা করেছেন। ষষ্ঠীমঙ্গলের অপর বিশিষ্ট কবি রুদ্ররাম চক্রবর্তী। তাঁর কাব্য পূর্ববঙ্গে খুলনা অঞ্চলে বিশেষ প্রচলিত ছিল। উল্লেখ্য কবি তাঁর কাব্য রচনার যে বিবরণ দিয়েছেন সেখান থেকে জানতে পারা যায়, একবার কবির কন্যা গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে, তখন ষষ্ঠীদেবী কবির স্বপ্নে আবির্ভূত হয়ে, তাঁকে তাঁর মাহাত্ম্যসূচক একটি কাব্য রচনা করতে আদেশ করেন। সেই আদেশ পালন করতে গিয়ে কবি ষষ্ঠীমঙ্গল কাব্য রচনা করেন এবং এর ফলেই কবির কন্যা রোগমুক্ত হয়। কবি রুদ্ররামের কাব্যের বিষয় অরণ্য ষষ্ঠী নয়, তাঁর কাব্যের বিষয় সংস্কৃত পুরাণ থেকে গৃহীত। শংকর নামে এক কবি ষষ্ঠীমঙ্গল কাব্য রচনা করেছিলেন, তাঁর কাব্য মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে বিশেষ প্রচলিত। কবি শংকর রচিত ষষ্ঠীমঙ্গল এর কাহিনি পূর্বতন কবিদের চেয়ে আলাদা। কাহিনিটি সংক্ষেপে বর্ণনা করা হল : একদা ষষ্ঠীদেবী নিজের পূজা প্রচারের বিষয়ে সুলোচনাকে জিজ্ঞাসা করেন কোথায় গেলে তাঁর পূজা প্রবর্তন হবে। সুলোচনা, দেবীকে বলেন, দিলীপনগরে জয়সিংহ নামে এক রাজা রয়েছেন, তাঁর সাত রানী কিন্তু একটিও সন্তান নেই, দেবী সেখানে বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর বেশে ভিক্ষা করবার ছলে রাজার কাছে গিয়ে নিজের পূজা চেয়ে নিতে পারেন। অথবা রাজা অস্বীকৃত হলে ঘাটের কাছে ছোটো রানীর সঙ্গে দেখা করে তাকে পুত্রবর দিতে পারেন। এভাবে রাজবাড়ীতে তাঁর পূজা প্রচলিত হলে সর্বত্রই তাঁর পূজা হবে। দেবী রাজসভাতে গেলে তাঁকে বহিষ্কৃত করা হয়, তাই তিনি ঘাটে গিয়ে ছোটো রানীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁকে পুত্রবর দেন। যথাসময়ে ছোটো রানী পুত্র প্রসব করলে অন্যান্য রানীরা এই ঘটনায় ঈর্ষান্বিত হয়ে তাঁর শিশুপুত্রকে জলে ফেলে দেয় এবং রানীর নামে মিথ্যা অপবাদ দেয়। ছোটো রানীর শাস্তি হয়, শেষপর্যন্ত তাঁর অবস্থান হয় ঘোড়াশালে। কিন্তু ষষ্ঠীদেবীর কৃপায় ছোটো রানীর সব দুর্গতির অবসান হয়, শুধু তাই নয় দেবী ছোটো রানীসহ অপর ছ'জন রানীকেও একটি করে পুত্র উপহার দেন। এভাবে দিলীপনগরে ষষ্ঠীপূজা প্রচারিত হয়। উল্লেখ্য এই কাব্যে যে দেবীর মাহাত্ম্য প্রচারিত হয়েছে তাঁর নাম জলষষ্ঠী। পূর্বে উল্লেখিত ষষ্ঠীদের মধ্যে এই দেবীর নাম পাওয়া যায় না, গবেষকরা মনে করেন শিশুকে হয়তো জলের বিপদ থেকে পরিত্রাণ করার জন্যই হয়তো জলষষ্ঠীর পরিকল্পনা হয়েছে।

পরিশেষে বলা যায়, অর্বাচীন কয়েকটি পুরাণে দেবী ষষ্ঠীর সম্পর্কে আলোকপাত থাকলেও ষষ্ঠীদেবী মূলত প্রাগার্য লৌকিক দেবী, পরবর্তিকালে আভিজাত্য প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁকে ব্রাহ্মণ্য গ্রন্থে স্থান দেওয়া হয়েছে। তবে দেবী ষষ্ঠীর পৌরাণিক থেকে লৌকিক সব কাহিনিতেই মূলগত ঐক্য বিদ্যমান—তিনি সন্তানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, তিনি সন্তানহীন মহিলা বা দম্পতিদের সন্তান প্রদান করেন। শুধু তাই নয় শিশুর বড়ো হওয়া পর্যন্ত সুরক্ষার দায়িত্বও তাঁর উপর অর্পিত। পুরাণে বা লোকায়ত ঐতিহ্যে অনেক ষষ্ঠীদেবীর সন্ধান পাওয়া যায়, এর থেকে মনে হয়, একাধিক সময়ে একাধিক পটভূমিকায় উদ্‌ভূত দেবীরা ষষ্ঠী নামে অভিন্নতা লাভ করেছেন। দেবী ষষ্ঠীর পূজার ঐতিহ্য সুপ্রাচীন, আসলে মানুষের জীবনে হয়তো সন্তানের চেয়ে বড়ো সম্পদ আর নেই। তাই সুদূর অতীত থেকে সন্তানের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর পূজা চলে আসছে, বর্তমানকালেও সে ধারা কত বলিষ্ঠ। আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার কারণে হয়তো শিশুমৃত্যুর হার পূর্বের তুলনায় অনেক কমেছে বা চিকিৎসা বিজ্ঞানের আশীর্বাদে বাল্যকালে শিশুদের অনেকটা স্বাস্থ্যরক্ষা হয়, তবুও মানুষ কিন্তু এখনও ষষ্ঠীদেবীর নিকট কৃপাপ্রার্থী। এখনও নবজাত শিশুর জন্মের ষষ্ঠ দিনে ষষ্ঠীপূজার রীতি বাংলাতে বহুলভাবে বিদ্যমান।

:: তথ্যসূত্র ::

১. Ashutosh Bhattacharyya, “The Cult of Sashti in Bengal”, ‘Man in India’, 1948, vol.XXVIII, p.155

২. সুকুমারী ভট্টাচার্য, “ষষ্ঠী”, ‘প্রবন্ধ সংগ্রহ’, ৫ম খণ্ড, কলকাতা, গাঙচিল, ২০২০, পৃ ২৯৯, ৩০১

৩. Ashutosh Bhattacharyya, “The Cult of Sashti in Bengal”, ‘Man in India’, 1948, vol.XXVIII, p.152

৪. সুকুমারী ভট্টাচার্য, “ষষ্ঠী”, ‘প্রবন্ধ সংগ্রহ’, ৫ম খণ্ড, কলকাতা, গাঙচিল, ২০২০, পৃ ৩০১

৫. আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, দ্বাদশ সং, কলকাতা, এ মুখার্জী, ২০০০, পৃ ৭৩৬